চাপিয়া রাখা অসম্ভব হইল—চোখের জলে মনের ব্যথা' প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। বাঙ্গালী মায়ের সন্তান বাঙ্গালী কবি মায়ের প্রাণের ব্যথা বুঝিলেন—সেই ব্যথার সুরে গান বাঁধিয়া বাঙ্গালী কবি মায়ের প্রাণের ব্যথা বুঝাইলেন। মায়ের দুঃখ তাঁহারা মনে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন ; তাই তাঁহাদের দ্বারা অঙ্কিত বাঙ্গালীর সমাজ ও জীবনের চিত্রটী এত সজীব ও মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। বাঙালীর সমাজ এবং জীবন-যাত্রার অনেক সংস্কার হইয়াছে বটে কিন্তু আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। শারদীয় উৎসব পূর্ব্বের মতই বাদ্য বাজাইয়া বাঙালীর ঘরে আসিতেছে, মায়ের গৃহ সেইরূপ শূন্য এবং তাঁহার চোখের জলও সেইরূপ ঝরিতেছে। কিন্তু বাঙ্গালী সন্তানের আজ আর ঘরের দিকে দৃষ্টি নাই। তাই আজ সেই বাঙ্গালী কবিদের মনে পড়িতেছে যাহারা 'মায়ের সন্তান হইয়া বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে মায়ের দুঃখের দেওয়ালী সাজাইয়া ছিলেন ; তাই বাঙ্গালীর এই দুর্দ্দিনে মনে পড়ে সেই খাঁটী বাঙ্গালী কবি ঈশ্বরগুপ্তের কথা! বর্ত্তমান বাংলায় তাঁহার ন্যায় একজন স্বদেশপ্রেমিকের একান্ত প্রয়োজন। অন্যায় ও অসামঞ্জস্য—এই দুইটীর বিরুদ্ধে 'অর্জ্জুনের অগ্নিবাণ সম' বাক্য-বাণ বর্ষণ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে তাহার হৃত আদর্শের প্রতি গতি ফিরাইবার জন্য চেষ্টার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু হায়, ঈশ্বরগুপ্ত কোথায়!!

'কনিকা'র প্রতি

শ্রীসুনীলকুমার ঘোষ হাজরা
প্রথম বর্ষ—বিজ্ঞান।

শুধাংশু ডাকিয়া কহে, তারকার রাশে,
'জোনাকীর দ্যুতি নিয়া জ্বলিস্ আকাশে।'
তারা কহে, 'আমাদের তবু আছে আলো,
'রবির করুণা বিনা তব মুখ কালো।'